জিজিয়া কর (Jizya Tax) ও ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থা

জিজিয়া কর (Jizya Tax) ভারতীয় ইতিহাসের একটি অত্যন্ত আলোচিত এবং বিতর্কিত বিষয়। এটি মূলত একটি "সুরক্ষা কর" যা মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রে অ-মুসলিম প্রজাদের (যাদের 'জিম্মি' বলা হতো) ওপর ধার্য করা হতো।

১. জিজিয়া কর কী?

জিজিয়া হলো একটি বার্ষিক মাথাপিছু কর। ইসলামী আইন অনুযায়ী, অ-মুসলিম প্রজারা যদি সামরিক পরিষেবা থেকে অব্যাহতি চায় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ভোগ করতে চায়, তবে তাদের এই কর দিতে হতো। এর বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের জীবন, সম্পত্তি এবং ধর্মীয় আচার পালনের সুরক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিত।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি কেবল রাজনৈতিক বিজয় ছিল না, বরং ভারতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এবং কর কাঠামোর (যেমন জিজিয়া) প্রথম প্রবেশদ্বার ছিল।

১. প্রেক্ষাপট ও সিন্ধু বিজয়

আরব খিলাফতের (উমাইয়া বংশ) সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন, তখন তিনি একটি বিশাল অ-মুসলিম জনগোষ্ঠীর শাসনের দায়িত্ব পান। ইসলামী আইন বা শরিয়াহ অনুযায়ী, বিজয়ী মুসলিম শাসক অ-মুসলিম প্রজাদের (জিম্মি) জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার বিনিময়ে **জিজিয়া** কর ধার্য করার নীতি গ্রহণ করেন।

২. 'জিম্মি' মর্যাদা ও সুরক্ষা

বিন কাসিম সিন্ধুর হিন্দুদের এবং বৌদ্ধদের 'আহল-আল-কিতাব' বা 'গ্রন্থধারী' জাতির (যেমন খ্রিস্টান বা ইহুদি) সমতুল্য মর্যাদা প্রদান করেন।

- **চাচনামা** (সিন্ধু বিজয়ের ঐতিহাসিক দলিল) অনুযায়ী, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে অ-মুসলিমরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পাবে, যতক্ষণ তারা রাষ্ট্রকে জিজিয়া প্রদান করবে।
- এটি ছিল ভারতের মাটিতে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক কর ব্যবস্থা যা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত ছিল।

৩. কর নির্ধারণের পদ্ধতি (আর্থিক বিভাজন)

মুহাম্মদ বিন কাসিম অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এই কর ধার্য করেছিলেন। তিনি সিন্ধুর জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অনুযায়ী তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন:

- **প্রথম শ্রেণি (ধনী):** উচ্চবিত্ত বা অভিজাতদের বার্ষিক **৪৮ দিরহাম** রৌপ্য মুদ্রা দিতে হতো।
- **দ্বিতীয় শ্রেণি (মধ্যবিত্ত):** মাঝারি আয়ের ব্যক্তিদের জন্য কর ছিল **২৪ দিরহাম**।
- **তৃতীয় শ্রেণি (নিম্নবিত্ত):** সাধারণ কর্মজীবী বা সাধারণ মানুষের জন্য কর ছিল **১২ দিরহাম**।

৪. আওতাভুক্ত ও করমুক্ত ব্যক্তিরা

বিন কাসিমের নীতিতে কিছু মানবিক ও কৌশলগত ছাড় ছিল:

- **নারী ও শিশু:** তাদের ওপর কোনো কর ধার্য করা হয়নি।
- **ভিক্ষুক ও পঙ্গু:** যারা উপার্জনে অক্ষম ছিলেন, তাদের জিজিয়া দিতে হতো না।
- **ব্রাহ্মণদের বিশেষ স্থান:** প্রাথমিকভাবে মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণদের প্রতি একটি **নমনীয় ও বিশেষ নীতি** গ্রহণ করেছিলেন।তিনি সিন্ধুর প্রশাসনিক এবং ধর্মীয় কাঠামোতে ব্রাহ্মণদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শুরুর দিকে তিনি ব্রাহ্মণদের জিজিয়া কর থেকে **অব্যাহতি (Exemption)** দিয়েছিলেন।বিন কাসিম ব্রাহ্মণদের 'জিম্মি' মর্যাদা দেন এবং **অনেক ব্রাহ্মণকে কর আদায়কারী এবং স্থানীয় প্রশাসনিক পদে বহাল রাখেন।**তার নীতি ছিল, যারা মন্দিরের কাজে বা ধর্মীয় সেবায় নিয়োজিত, তাদের ওপর করের বোঝা চাপানো হবে না।তবে সময়ের সাথে সাথে যেসব ব্রাহ্মণ উচ্চবিত্ত বা অভিজাত শ্রেণীর ছিলেন, তাদের ওপর ক্ষেত্রবিশেষে কর ধার্য করা হয়েছিল।

৫. রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

- **রাজস্ব আদায়:** জিজিয়া ছিল আরবদের জন্য রাজস্বের একটি বড় উৎস, যা সিন্ধুতে আরব শাসন টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল।
- **ধর্মান্তর:** অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, জিজিয়ার অর্থনৈতিক বোঝা থেকে বাঁচতে সিন্ধুর **নিম্নবর্ণের অনেক মানুষ (যেমন** তৎকালীন **বৌদ্ধ ও জঠরা) ইসলাম গ্রহণ** করতে শুরু করেন।
- **প্রশাসনিক সমন্বয়: বিন কাসিম স্থানীয় ব্রাহ্মণদেরই কর আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন**, যাতে প্রশাসনিক কাজে বিশৃঙ্খলা না হয়। একে 'সিন্ধু মডেল' বলা হয়, যা পরবর্তীকালে অন্যান্য মুসলিম শাসকরাও অনুসরণ করেছিলেন।

দিল্লি সালতানাতের যুগে (১২০৬-১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ) জিজিয়া কর একটি সুসংগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রূপ নেয়। কুতুবুদ্দিন আইবেক থেকে শুরু করে লোদী বংশ পর্যন্ত এই কর আদায়ের পদ্ধতিতে বেশ কিছু বিবর্তন দেখা যায়। নিচে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১. কুতুবুদ্দিন আইবেকের আমল (১২০৬-১২১০)

দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দিন আইবেক ঘুরি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভারতে জিজিয়া কর অব্যাহত রাখেন।

কুতুবুদ্দিন আইবেকের শাসনামলে **ব্রাহ্মণরা সাধারণত জিজিয়া কর থেকে অব্যাহতি পেতেন।**

- **ঐতিহ্যগত কারণ:** আরবে মুহাম্মদ বিন কাসিম থেকে শুরু করে গজনীর সুলতান মাহমুদ পর্যন্ত, ভারতে মুসলিম শাসকরা ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় গুরু এবং বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতেন। ইসলামী আইনের 'জিম্মি' প্রথার ব্যাখ্যায় অনেক সময় ধর্মীয় যাজক বা সন্ন্যাসীদের করমুক্ত রাখা হতো।
- **প্রশাসনিক কৌশল:** আইবেক ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার সময় স্থানীয় অভিজাত ও ব্রাহ্মণদের চটাতে চাননি। তাই তিনি প্রাচীন প্রথা মেনে তাদের করের আওতার বাইরে রেখেছিলেন।

২. আলাউদ্দিন খিলজীর কঠোর নীতি (১২৯৬-১৩১৬)

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময় জিজিয়া আদায় অত্যন্ত কঠোর করা হয়। তার লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের কোষাগার পূর্ণ করা এবং বিদ্রোহীদের দমন করা।

- তিনি হিন্দু প্রজাদের ওপর জিজিয়া এবং অন্যান্য কর (যেমন ঘরি বা গৃহকর এবং চরাই বা চারণকর) এমনভাবে চাপিয়ে দেন যাতে তাদের অর্থনৈতিক শক্তি হ্রাস পায়।

- **ব্রাহ্মণদের ওপর প্রভাব:** যদিও ফিরোজ শাহ তুঘলকের মতো তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে **'সকল ব্রাহ্মণকে' জিজিয়া দিতে বাধ্য করেননি**, তবে যেসব ব্রাহ্মণ **জমিদার, গ্রামের মোড়ল বা সরকারি কর্মচারী** (খুত বা চৌধুরী) হিসেবে কাজ করতেন, তাদের ওপর তিনি অত্যন্ত ভারী কর (ভূমি রাজস্ব ও জিজিয়া) চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

৩. দলিত ও শূদ্রদের ওপর করের প্রভাব

দলিত ও শূদ্ররা, যারা মূলত কৃষি শ্রমিক বা ক্ষুদ্র কারিগর ছিলেন, তাদের ওপর আলাউদ্দিনের কর নীতি ছিল **অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক:**

- **ফসলের অর্ধেক (৫০%) কর:** আলাউদ্দিন খিলজীই প্রথম সুলতান যিনি উৎপাদিত ফসলের **৫০ শতাংশ** (অর্ধেক) কর হিসেবে নির্ধারণ করেন। এটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ কর হার।
- **শোষণ থেকে মুক্তি নেই:** দলিত বা শূদ্র চাষীদের জন্য এই ৫০% কর দেওয়া ছিল অসম্ভব কঠিন। কর আদায়কারীরা এতটাই কঠোর ছিলেন যে, চাষীদের ঘরে খাওয়ার মতো শস্যও অবশিষ্ট থাকত না।
- **দরিদ্রদের জিজিয়া:** জিজিয়ার নিয়ম অনুযায়ী অত্যন্ত দরিদ্র বা ভিক্ষুকদের ছাড় দেওয়ার কথা থাকলেও, আলাউদ্দিনের আমলে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা এত বেশি ছিল যে, সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষদের ওপর পরোক্ষ করের বোঝা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

১. ফিরোজ শাহ তুঘলক: একটি বিতর্কিত মোড় (১৩৫১-১৩৮৮)

দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনকাল জিজিয়া করের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনেন:

- **ব্রাহ্মণদের ওপর কর আরোপ:** মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় থেকে ব্রাহ্মণরা জিজিয়া থেকে অব্যাহতি পেয়ে আসছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকই প্রথম সুলতান যিনি **ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া ধার্য করেন।** এর প্রতিবাদে দিল্লির ব্রাহ্মণরা অনশন করলেও সুলতান নতিস্বীকার করেননি।

- **ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা:** তিনি জিজিয়াকে কেবল একটি সামরিক কর নয়, বরং একটি ধর্মীয় কর্তব্য (শরীয়াহ ভিত্তিক) হিসেবে কঠোরভাবে প্রয়োগ করেন।
- **পৃথক আদায় ব্যবস্থা:** তিনি জিজিয়া আদায়ের জন্য একটি পৃথক বিভাগ তৈরি করেন যাতে এটি ভূমি রাজস্বের সাথে মিশে না যায়।

২. করের হার ও শ্রেণীবিভাগ

সালতানাত আমলে জিজিয়া সাধারণত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল:

1. **উচ্চবিত্ত (ধনী):** বছরে ৪০ টাকা (বা তঙ্কা)।
2. **মধ্যবিত্ত:** বছরে ২০ টাকা।
3. **নিম্নবিত্ত:** বছরে ১০ টাকা।

৩. অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রেণি

সুলতানি আমলেও কিছু নির্দিষ্ট মানুষকে জিজিয়া থেকে ছাড় দেওয়া হতো:

- মহিলা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু।
- বৃদ্ধ, অন্ধ এবং পঙ্গু ব্যক্তি।
- সন্ন্যাসী বা ধর্মীয় সাধক (যারা সংসার ত্যাগ করেছেন)।
- দাসের মতো অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি যাদের নিজস্ব কোনো আয় নেই।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া কর আরোপের ঘটনাটি দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসের অন্যতম নাটকীয় অধ্যায়। এর আগে কোনো মুসলিম শাসক ধর্মীয় কারণে ব্রাহ্মণদের ওপর এই কর চাপাননি।

নিচে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

৪. ফিরোজ শাহের ঘোষণা ও যুক্তি

ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং শরীয়াহ অনুসারী সুলতান। তার মতে, জিজিয়া হলো একটি ধর্মীয় কর যা অ-মুসলিমদের ওপর বাধ্যতামূলক। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, **"ব্রাহ্মণরা হলেন অ-বিশ্বাসী বা কাফেরদের চাবিকাঠি; যদি তাদের ওপর কর না থাকে, তবে সাধারণ মানুষ কেন দেবে?"** এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, আগেকার সুলতানরা ভুল করেছিলেন এবং এখন থেকে ব্রাহ্মণদেরও জিজিয়া দিতে হবে।

৫. দিল্লির ব্রাহ্মণদের প্রতিবাদ ও অনশন

সুলতানের এই ঘোষণায় দিল্লির **ব্রাহ্মণ সমাজ** স্তম্ভিত হয়ে যায়। **কারণ শতাব্দীকাল ধরে ব্রাহ্মণরা করমুক্ত থেকেছেন।**এর প্রতিবাদে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ দিল্লির ফিরোজাবাদ প্রাসাদের সামনে সমবেত হন:

- **বিশাল জমায়েত:** তারা সুলতানের প্রাসাদের সামনে বসে পড়েন এবং তাদের ওপর থেকে এই 'অবিচার' তুলে নেওয়ার দাবি জানান।

- **আমরণ অনশন:** যখন সুলতান তাদের দাবি মানতে অস্বীকার করেন, তখন ব্রাহ্মণরা **আমরণ অনশন (Fast unto death)** শুরু করেন। তারা ঘোষণা করেন যে, যদি এই কর প্রত্যাহার করা না হয়, তবে তারা প্রাসাদের সামনেই জীবন বিসর্জন দেবেন।

৬. সাধারণ হিন্দুদের হস্তক্ষেপ ও সমাধান

ব্রাহ্মণদের জীবন সংকটাপন্ন দেখে দিল্লির সাধারণ হিন্দু জনগণ (যাদের মধ্যে বিত্তশালী ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ ছিলেন) চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা জানতেন যে সুলতান তার সিদ্ধান্তে অটল। তখন এক অভূতপূর্ব সমাধান বেরিয়ে আসে:

- **কর প্রদানের দায়িত্ব:** দিল্লির অ-ব্রাহ্মণ হিন্দুরা (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অন্যান্য শ্রেণি) ব্রাহ্মণদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। তারা সুলতানকে জানান যে, **"ব্রাহ্মণদের হয়ে আমরাই জিজিয়া কর পরিশোধ করব।"** * **নতুন চুক্তি:** ঠিক হয় যে, সাধারণ হিন্দুদের ওপর ধার্য করা করের সাথে **অতিরিক্ত একটি সামান্য অংশ যোগ** করা হবে যা দিয়ে ব্রাহ্মণদের জিজিয়ার কোটা পূরণ হবে।

৭. করের হার নির্ধারণ

ফিরোজ শাহ তুঘলক এই প্রস্তাবে রাজি হন। তবে তিনি ব্রাহ্মণদের জন্য কিছুটা নমনীয় হার নির্ধারণ করেছিলেন:

- **ব্রাহ্মণদের জন্য হার:** ১০টি রুপার মুদ্রার বিনিময়ে ৫০টি 'জিতাল' (তৎকালীন ক্ষুদ্র মুদ্রা)। **এটি সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশ কম ছিল।**

৮. দলিত ও নিম্নবর্ণের ওপর প্রভাব

দিল্লি সালতানাতের সময় অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং দলিত সম্প্রদায় জিজিয়ার অর্থনৈতিক চাপ এবং বর্ণপ্রথার বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুলতানরা অনেক সময় ঘোষণা করতেন যে, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে আর জিজিয়া দিতে হবে না, যা নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল।

আকবরের বিলুপ্তি:

মুঘল সম্রাট **আকবর** ১৫৬৪ সালে জিজিয়া কর বিলুপ্ত করেছিলেন, যা তার উদারনৈতিক এবং সমন্বয়বাদী নীতির অংশ ছিল।

আকবর এটি সবার জন্য (সমস্ত অ-মুসলিম প্রজাদের জন্য) বিলুপ্ত করেছিলেন।

এখানে কোনো বর্ণভেদ বা জাতিভেদ রাখা হয়নি। এর ফলে:

- **ব্রাহ্মণদের অবস্থা:** যারা ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় থেকে কর দিচ্ছিলেন বা আলাউদ্দিনের সময় অর্থনৈতিক চাপে ছিলেন, তারা সম্পূর্ণ করমুক্ত হন।
- **দলিত ও শূদ্রদের অবস্থা:** দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের ওপর থেকে এই অতিরিক্ত মাথাপিছু করের বোঝা নেমে যায়। এটি তাদের অর্থনৈতিক স্বস্তি দিয়েছিল।
- **তীর্থযাত্রী কর:** জিজিয়া বিলুপ্ত করার এক বছর আগে (১৫৬৩ সালে) আকবর হিন্দুদের ওপর ধার্য করা **'তীর্থযাত্রী কর' (Pilgrimage Tax)**-ও বিলুপ্ত করেছিলেন।

অনেকেই জানেন না যে, ১৫৬৪ সালে বিলুপ্ত করার পর ১৫৭৫ সালে আকবর রক্ষণশীল উলেমাদের চাপে পড়ে **সাময়িকভাবে** পুনরায় জিজিয়া চালু করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ১৫৭৯-৮০ সালের মধ্যে তিনি চূড়ান্তভাবে এটি বাতিল করেন এবং তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর কখনো জিজিয়া আরোপ করেননি।

আওরঙ্গজেব-এর আমলে-

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ১৬৭৯ সালে জিজিয়া কর পুনর্প্রবর্তন ভারতের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত ঘটনা। আকবর কর্তৃক বিলুপ্ত হওয়ার প্রায় 100 বছর পর এটি পুনরায় চালু করা হয়।

১. আওরঙ্গজেব জিজিয়া পুনরায় চালু করেছিলেন

আওরঙ্গজেবের এই সিদ্ধান্তের পেছনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় কারণ ছিল:

- **ধর্মীয় গোঁড়ামি:** আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন কট্টর সুন্নি মুসলিম। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে একটি বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রে (দার-উল-ইসলাম) পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং শরীয়াহ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।
- **অর্থনৈতিক সংকট:** মারাঠা, শিখ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণে মুঘল কোষাগার শূন্য হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন ছিল।
- **উলেমাদের সন্তুষ্টি:** রক্ষণশীল মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক বা উলেমাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য তিনি এই পদক্ষেপ নেন।

২. ব্রাহ্মণরা কি তাঁর আমলে কর দিতেন?

হ্যাঁ, আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ব্রাহ্মণদের জিজিয়া কর দিতে হতো।

ব্রাহ্মণদের প্রথমবারের মতো মুঘল যুগে আনুষ্ঠানিকভাবে কর দিতে বাধ্য হন।

- **আইনের কঠোরতা:** আওরঙ্গজেব ফিরোজ শাহ তুঘলকের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, যেহেতু ব্রাহ্মণরা হিন্দু সমাজের নেতা এবং প্রভাবশালী অংশ, তাই তাদের করের আওতায় আনা জরুরি।
- **প্রতিবাদ:** ১৬৭৯ সালে যখন জিজিয়া ঘোষণা করা হয়, তখন দিল্লির কয়েক হাজার মানুষ (যাদের মধ্যে **বহু ব্রাহ্মণ** ছিলেন) লাল কেল্লার সামনে বিক্ষোভ করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব হাতি চালিয়ে সেই বিক্ষোভ দমন করেন।
- **ছাড়ের অভাব:** আগেকার অনেক সুলতান ব্রাহ্মণদের প্রতি যে নমনীয়তা দেখাতেন, আওরঙ্গজেব তা দেখাননি। **তবে যারা একেবারে নিঃস্ব বা ভিক্ষুক ছিলেন, তারা শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পেতেন।**

৩. শূদ্র ও দলিতদের কি কর দিতে হতো?

শূদ্র এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে জিজিয়া করের প্রয়োগ ছিল **অত্যন্ত গভীর ও পীড়াদায়ক**:

- **আর্থিক বিভাজন:** আওরঙ্গজেব আয়ের ভিত্তিতে তিনটি স্তর নির্ধারণ করেছিলেন (বার্ষিক ১২, ২৪ এবং ৪৮ দিরহাম)। শূদ্র বা দলিতদের অধিকাংশ যেহেতু 'নিম্নবিত্ত' শ্রেণিতে পড়তেন, তাই তাদের সর্বনিম্ন হার অর্থাৎ **১২ দিরহাম** দিতে হতো।
- **অসহায়ত্ব:** ১২ দিরহাম আজকের দিনে সামান্য মনে হলেও তৎকালীন সময়ে একজন সাধারণ কৃষি শ্রমিক বা দিনমজুরের জন্য এটি ছিল বিশাল বোঝা।

- **ছাড়ের নিয়ম:** আওরঙ্গজেবের জারি করা ফতোয়া-ই-আলমগিরি অনুযায়ী—অন্ধ, পঙ্গু, উন্মাদ এবং যারা উপার্জনে একেবারেই অক্ষম, তাদের কর দিতে হতো না। কিন্তু যারা কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন (শূদ্র ও নিম্নবর্ণের অধিকাংশ মানুষ), তাদের এই কর থেকে কোনো রেহাই ছিল না।

৪. ব্যাপক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ

আওরঙ্গজেবের এই জিজিয়া কর আরোপের ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে:

- **শিবাজীর প্রতিবাদ:** মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আওরঙ্গজেবকে একটি অত্যন্ত কড়া চিঠি লিখেছিলেন। তিনি চিঠিতে বলেছিলেন যে, জিজিয়া কর নেওয়া মানে হলো ঈশ্বরের সৃষ্টির অপমান করা এবং এটি সম্রাট আকবরের উদার নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।
- **জাঠ ও শিখ বিদ্রোহ:** উত্তর ভারতের কৃষক সমাজ এবং শিখরা এই বৈষম্যমূলক করের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়।
- **অর্থনৈতিক প্রভাব:** নিম্নবর্ণের মানুষদের ওপর এই করের চাপ এত বেশি ছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতেন বা চরম দারিদ্র্যের শিকার হতেন।

Summary Table

গোষ্ঠী (শ্রেণি)	**অবস্থা**	**কারণ**
ব্রাহ্মণ	**অব্যাহতিপ্রাপ্ত** (বেশিরভাগ সময়)	"পুরোহিত বা সন্ন্যাসী" হিসেবে গণ্য হতেন (ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনকাল পর্যন্ত)।
নারী ও শিশু	**অব্যাহতিপ্রাপ্ত**	ইসলামি আইনে সবার জন্য সাধারণ অব্যাহতি।
অক্ষম ও বৃদ্ধ	**অব্যাহতিপ্রাপ্ত**	যদি তাদের উপার্জনের কোনো উৎস না থাকত।
শূদ্র ও দলিত	**অব্যাহতি পেতেন না**	তাদের শ্রমজীবী বা উৎপাদনশীল শ্রেণি হিসেবে দেখা হতো।
নিঃস্ব বা অতি দরিদ্র	**অব্যাহতিপ্রাপ্ত**	কেবল যদি তারা আক্ষরিক অর্থেই ভিক্ষুক বা চরম অভাবী হতেন।